Case

এই মামলায় বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের ব্যাখ্যা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 368 অনুচ্ছেদ, যা সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে এবং 329এ অনুচ্ছেদ, যা নির্বাচনী আবেদনের বৈধতা নিয়ে কাজ করে।

Summary

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে সংবিধানের সংশোধনী, নির্বাচনী আইন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলির ব্যাখ্যা করেছে। আদালত বলেছে যে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কিত 368 অনুচ্ছেদ সংশোধন করার ক্ষমতা সংসদের নেই। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতা 368 (2) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নয়। আদালত আরও বলেছে যে 39তম সংবিধান সংশোধনী, যা 1971 সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচনকে বৈধতা দিয়েছিল, তা অসাংবিধানিক কারণ এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে লঙ্ঘন করে।

Main Arguments

এই মামলার মূল যুক্তিগুলি 368 অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা এবং সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতাকে ঘিরে আবর্তিত। আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাংবিধানিক ক্ষমতা সীমানা চিহ্নিত পুলগুলি থেকে স্বাধীন যখোনে এটি সু-সংজ্ঞায়িত চ্যানেলের মাধ্যমে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের হাত ছেড়ে দেয়। উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতা 368 (2) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নয়।

Court Decisions

সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় বেশ কয়েকটি রায় দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে-কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (1973) 4 এস. সি. সি 225, যখোনে আদালত বলেছিল যে মৌলিক দলিল সংশোধন করার ক্ষমতা তার সাথে মৌলিক কাঠামো, মৌলিক কাঠামো এবং সংবিধানের অপরিহার্য ভিত্তিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা বহন করতে পারে না। - ইন্দিরা নেহেরু গান্ধী বনাম রাজ নারায়ণ (1975) 4 এস. সি. সি 345, যখোনে আদালত রায় দেয় যে 39তম সংবিধান সংশোধনী অসাংবিধানিক কারণ এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন করে। - এস. আর. বোম্মাই বনাম ভারত ইউনিয়ন (1994) 3 এস. সি. সি 1, যখোনে আদালত রায় দিয়েছে যে 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতা 368 (2) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত

কোনও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নয়।

Legal Precedents or Statutes Cited

সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বেশ কয়েকটি আইনি নজির এবং বিধির উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ-ভারতের সংবিধানের 368 অনুচ্ছেদ, যা সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।-ভারতের সংবিধানের 329এ অনুচ্ছেদ, যা নির্বাচনী আবেদনের বৈধতা নিয়ে কাজ করে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, 1951। - কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (1973) 4 এস. সি. সি 225।

Quotations from the court

আদালত তার রায়ে বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ও উদ্ধৃতি দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ-"গঠনমূলক ক্ষমতা সীমানা চিহ্নিত পুল থেকে স্বাধীন, যেখানে এটি সু-সংজ্ঞায়িত মাধ্যমের মাধ্যমে গঠনমূলক কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যায়। "মৌলিক দলিল সংশোধনের ক্ষমতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো, মৌলিক কাঠামো এবং অপরিহার্য ভিত্তির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা বহন করতে পারে না। "-" আইন জানা অনুমান করা হয়। "-" "39তম সংশোধনী যতদূর পর্যন্ত অসাংবিধানিক যে এটি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকে নির্বাচনী আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়।"

Conclusion

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলি সংবিধানের সংশোধনী, নির্বাচনী আইন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। আদালতের অবস্থান সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই নীতিটি পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে মৌলিক উপকরণটি সংশোধন করার ক্ষমতা মৌলিক কাঠামো, মৌলিক কাঠামো এবং সংবিধানের অপরিহার্য ভিত্তিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা বহন করতে পারে না।